ishwarerain.org

# পরিশিষ্ট ৭ক: কুমারীরা, বিধবারা এবং তালাকপ্রাপ্ত নারীরা: যে বিবাহসমূহ ঈশ্বর গ্রহণ করেন

এই পৃষ্ঠা ঈশ্বর যে বিবাহসমূহ গ্রহণ করেন সেই ধারাবাহিক সিরিজের অংশ এবং নিম্নলিখিত ক্রম অনুসরণ করে:

1. পরিশিষ্ট ৭ক: কুমারীরা, বিধবারা এবং তালাকপ্রাপ্ত নারীরা: যে বিবাহসমূহ ঈশ্বর গ্রহণ করেন (বর্তমান পৃষ্ঠা).
2. পরিশিষ্ট ৭খ: বিচ্ছেদ-পত্র — সত্য ও মিথ
3. পরিশিষ্ট ৭গ: মার্ক 10:11-12 এবং ব্যভিচারে মিথ্যা সমতা
4. পরিশিষ্ট ৭ঘ: প্রশ্নোত্তর — কুমারীরা, বিধবারা এবং তালাকপ্রাপ্ত নারীরা

## সৃষ্টিতে বিবাহের উৎপত্তি

সবাই জানে যে প্রথম বিবাহ ঘটেছিল ঠিক তখনই যখন সৃষ্টিকর্তা প্রথম মানব, এক পুরুষ [זָכָר (zākhār)]-এর জন্য সহচরী হিসেবে এক নারী [נְקֵבָה (nᵉqēvāh)] সৃষ্টি করলেন। পুরুষ ও নারী—মানুষ এবং জন্তুর ক্ষেত্রেই সৃষ্টিকর্তা নিজে এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন (আদিপুস্তক 1:27)। আদিপুস্তকের বর্ণনায় দেখা যায়, ঈশ্বরের ছবি ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট ওই পুরুষ লক্ষ্য করলেন যে পৃথিবীর অন্য কোনো সৃষ্টির স্ত্রী-প্রজাতি তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। কেউই তাকে আকৃষ্ট করেনি, আর তিনি একজন সহচরীর আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। মূল ভাষায় ব্যবহৃত অভিব্যক্তিটি হলো [עֵזֶר כְּנֶגְדּוֹ (ʿēzer kᵉnegdô)], যার অর্থ “একজন উপযুক্ত সহায়ক”। এবং প্রভু আদামের প্রয়োজনটি বুঝে তাঁর জন্য তাঁর দেহেরই নারীত্ব সংস্করণ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিলেন: “মানুষের একা থাকা ভালো নয়; আমি তার উপযুক্ত একজন সহায়ক বানাব” (আদিপুস্তক 2:18)। তারপর আদামের দেহ থেকেই হাওয়াকে সৃষ্টি করা হলো।

## বাইবেল অনুসারে প্রথম সংযুক্তি

অতএব, আত্মার প্রথম সংযুক্তি ঘটেছিল: কোনো অনুষ্ঠান ছাড়া, কোনো অঙ্গীকার ছাড়া, কোনো সাক্ষী ছাড়া, কোনো ভোজ ছাড়া, কোনো নিবন্ধন ছাড়া এবং কোনো কর্মকর্তা/পুরোহিত ছাড়া। ঈশ্বর কেবল নারীকে পুরুষের হাতে দিলেন, এবং পুরুষের প্রতিক্রিয়া ছিল এই: “এখন তো এটি আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস; এর নাম ‘স্ত্রী’, কারণ এটি পুরুষ থেকে নেওয়া হয়েছে” (আদিপুস্তক 2:23)। এর কিছু পরেই আমরা পড়ি যে আদাম হাওয়ার সাথে সহবাস করলেন [יָדַע (yāḏaʿ) — জানা, যৌন সম্পর্ক করা], এবং তিনি গর্ভবতী হলেন। একই অভিব্যক্তি (জানা), গর্ভধারণের সাথে যুক্ত হয়ে পরে কাইন ও তার স্ত্রীর সংযুক্তিতেও ব্যবহৃত হয়েছে (আদিপুস্তক 4:17)। বাইবেলে উল্লিখিত সব সংযুক্তিই মূলত এক পুরুষের দ্বারা এক কুমারী (বা বিধবা) নারীকে

গ্রহণ করা এবং তার সাথে সহবাস করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ—প্রায়ই “জানল” বা “তার কাছে গমন করল”—এই বাক্যাংশগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, যা নিশ্চিত করে যে সংযুক্তি আসলেই ঘটেছে। কোনো বাইবেলীয় বর্ণনাতেই ধর্মীয় বা দেওয়ানি কোনো অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়নি।

## ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সংযুক্তি কখন ঘটে?

প্রধান প্রশ্ন হলো: ঈশ্বর কখন মনে করেন যে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে? এখানে তিনটি সম্ভাব্য উত্তর আছে—একটি বাইবেলীয় ও সত্য, এবং দু’টি মিথ্যা ও মানব-উদ্ভাবিত।

### 1. বাইবেলীয় বিকল্প

কোনো কুমারী নারী যখন কোনো পুরুষের সাথে প্রথমবার স্বেচ্ছাসংগত সহবাস করে, ঠিক সেই মুহূর্তেই ঈশ্বর ওই নারী ও পুরুষকে বিবাহিত গণ্য করেন। যদি সে আগে অন্য কোনো পুরুষের সাথে সহবাস করে থাকে, তবে আগের পুরুষটি মারা গেলে তবেই নতুন সংযুক্তি ঘটতে পারে।

### 2. মিথ্যা আপেক্ষিক বিকল্প

ঈশ্বর মনে করেন, সংযুক্তি তখনই ঘটে যখন দম্পতি নিজেরাই তা সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থাৎ, পুরুষ বা নারী যত খুশি যৌন সঙ্গী রাখতে পারে; কিন্তু যেদিন তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে সম্পর্কটি সিরিয়াস হয়েছে—সম্ভবত একসঙ্গে বসবাস শুরু করবে—সেদিন থেকেই ঈশ্বর তাদের এক দেহ বলে গণ্য করেন। এ ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা নয়, সৃষ্টিই নির্ধারণ করে যে কখন এক পুরুষের আত্মা এক নারীর আত্মার সাথে যুক্ত হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির কোনো সামান্যতম বাইবেলীয় ভিত্তিও নেই।

### 3. সবচেয়ে প্রচলিত মিথ্যা বিকল্প

ঈশ্বর কেবল তখনই মনে করেন যে সংযুক্তি ঘটেছে, যখন কোনো অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এটি দ্বিতীয়টির থেকে খুব বেশি আলাদা নয়; এখানে কেবল প্রক্রিয়ায় তৃতীয় এক মানব-ব্যক্তি যুক্ত হয়, যিনি ম্যাজিস্ট্রেট, রেজিস্ট্রি কর্মকর্তা, পুরোহিত, পাস্টর ইত্যাদি হতে পারেন। এই বিকল্পেও দম্পতির অতীতে বহু যৌন সঙ্গী থাকতে পারে, কিন্তু এখন কোনো নেতার সামনে দাঁড়িয়ে তবেই ঈশ্বর নাকি দুই আত্মাকে যুক্ত বলে বিবেচনা করেন।

## বিবাহ-ভোজে আচার-অনুষ্ঠানের অনুপস্থিতি

খেয়াল করা দরকার, বাইবেলে চারটি বিবাহ-ভোজের উল্লেখ আছে; কিন্তু কোনো বর্ণনাতেই সংযুক্তিকে আনুষ্ঠানিক বা আশীর্বাদপ্রাপ্ত করার জন্য কোনো অনুষ্ঠানের উল্লেখ নেই। এমন কোনো শিক্ষা নেই যে ঈশ্বরের সামনে সংযুক্তি বৈধ হতে কোনো আচার বা বাহ্যিক প্রক্রিয়া প্রয়োজন (আদিপুস্তক 29:21-28; বিচারকগণ 14:10-20; এস্থার 2:18; যোহন 2:1-11)। সংযুক্তির নিশ্চিতকরণ ঘটে যখন কোনো কুমারী তার প্রথম পুরুষের সাথে স্বেচ্ছাসংগত সহবাস করে (consummation)। কোনো ধর্মীয় নেতা বা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দাঁড়ালে তবেই ঈশ্বর দম্পতিকে যুক্ত করেন—এই ধারণার কোনো ভিত্তি শাস্ত্রে নেই।

**PDF:** বাইবেলে উল্লিখিত সব বিবাহের **PDF** ডাউনলোড করুন.

## ব্যভিচার ও ঈশ্বরের আইন

আদিকাল থেকেই ঈশ্বর ব্যভিচার নিষিদ্ধ করেছেন, যার অর্থ হলো—এক নারী একাধিক পুরুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে সেটিই ব্যভিচার। কারণ পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় একসময়ে এক নারীর আত্মা কেবল এক পুরুষের সাথেই যুক্ত হতে পারে। একজন নারী জীবনে যত খুশি পুরুষের সাথে যুক্ত হতে পারেন, কিন্তু প্রতিবারই তা তখনই সম্ভব যখন আগের সম্পর্কটি মৃত্যুর দ্বারা শেষ হয়েছে; কারণ তখনই ওই পুরুষের আত্মা তার উৎসের কাছে—ঈশ্বরের কাছে—ফিরে যায় (সভোপদেশক 12:7)। অর্থাৎ, অন্য পুরুষের সাথে যুক্ত হতে হলে তাকে বিধবা হতে হবে। এই সত্যটি শাস্ত্রে সহজেই প্রমাণিত: যেমন রাজা দাউদ নবালের মৃত্যুর খবর শোনার পরেই আবিগাইলকে পাঠালেন (1 শমূয়েল 25:39-40); যেমন বোয়াজ রুথকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন, কারণ তিনি জানতেন রুথের স্বামী মহলোন মারা গেছে (রুথ 4:13); এবং যেমন যিহূদা তার দ্বিতীয় পুত্র ওনানকে নির্দেশ দিলেন যে সে তামারকে বিয়ে করুক, যাতে মৃত ভ্রাতার নামে সন্তান স্থাপন হয় (আদিপুস্তক 38:8)। আরও দেখুন: মথি 5:32; রোমীয় 7:3।

## পুরুষ ও নারী: ব্যভিচারে পার্থক্য

শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে দেখা যায়—ব্যভিচার কখনো নারীর বিরুদ্ধে নয়, বরং পুরুষের বিরুদ্ধে। বহু গির্জা যে শিক্ষা দেয়—এক নারীকে ছেড়ে কোনো কুমারী বা বিধবাকে বিয়ে করলে পুরুষ নাকি তার প্রাক্তন স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে—এ কথা বাইবেলে নয়, সমাজ-প্রথায় ভিত্তি পায়।

পড়ুন: মার্ক **10:11-12** এবং ব্যভিচারে মিথ্যা সমতা.

এর প্রমাণ আমরা বহু প্রভুর দাসদের জীবনে দেখি, যারা কুমারী ও বিধবাদের সাথে একাধিক বিবাহ করেছেন এবং ঈশ্বর তাদের নিন্দা করেননি—যেমন যাকোব, যার চার স্ত্রী ছিলেন; তাঁদের থেকেই ইস্রায়েলের বারোটি গোত্র এবং মশীহ নিজেও এসেছেন। কখনোই বলা হয়নি যে যাকোব প্রতিটি নতুন স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছিলেন।

আরও পরিচিত একটি উদাহরণ দাউদের। নবী নাথান রাজাকে কোনো নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচার হয়েছে—এ কথা বলেননি, যখন রাজা বatsheবার সাথে সহবাস করেছিলেন (2 শমূয়েল 12:9); তিনি কেবল উরিয়ার—ওই নারীর স্বামীর—বিরুদ্ধেই ব্যভিচারের কথা বলেছেন। মনে রাখবেন, তখন দাউদের মীকল, আবিগাইল এবং আহিনোয়ম—এই স্ত্রীগণ ছিলেন (1 শমূয়েল 25:42)। অর্থাৎ, ব্যভিচার সবসময় একজন পুরুষের বিরুদ্ধে, কখনোই কোনো নারীর বিরুদ্ধে নয়।

কিছু নেতা বলেন যে ঈশ্বর সব বিষয়ে পুরুষ ও নারীকে সমান করে দেন; কিন্তু শাস্ত্রে বর্ণিত চার হাজার বছরের ইতিহাসে তা দেখা যায় না। বাইবেলে এমন একটি উদাহরণও নেই যেখানে ঈশ্বর কোনো পুরুষকে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচার করার জন্য ধমকেছেন।

পড়ুন: যিশু আজ কেন বহুপত্নীত্ব অনুমোদন করেন না.

এর অর্থ এই নয় যে পুরুষ ব্যভিচার করে না; বরং ঈশ্বর পুরুষ ও নারীর ব্যভিচারকে ভিন্নভাবে বিবেচনা করেন। বাইবেলীয় শাস্তি উভয়ের ক্ষেত্রেই একই ছিল (লেবীয় পুস্তক 20:10; ব্যবস্থাবিবরণী 22:22-24); কিন্তু পুরুষের কৌমার্য ও বিবাহের মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই। ব্যভিচার হবে কি হবে না—তা নির্ধারণ করে নারী, পুরুষ নয়। বাইবেল অনুযায়ী, কোনো পুরুষ তখনই ব্যভিচার করে যখন সে এমন কোনো নারীর সাথে সহবাস করে**,** যে না কুমারী**,** না বিধবা। উদাহরণস্বরূপ, 25 বছরের এক কুমার পুরুষ যদি 23 বছরের এমন এক যুবতীর সাথে শয়ন করে, যে আগে অন্য এক পুরুষের সাথে সহবাস করেছে, তবে সে ব্যভিচার করছে—কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ওই যুবতী আরেকজন পুরুষের স্ত্রী (মথি 5:32; রোমীয় 7:3; গণনা 5:12)।

## লেবিরাত বিবাহ ও বংশরক্ষার বিধান

এই নীতি—যে, প্রথম পুরুষের মৃত্যুর পরেই কেবল নারী অন্য পুরুষের সাথে যুক্ত হতে পারে—পরিবারের সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে দেওয়া লেবিরাত বিবাহের আইনেও নিশ্চিত হয়েছে: “যদি ভাইয়েরা একসাথে বাস করে এবং তাদের একজন সন্তানের আগে মারা যায়, তবে মৃতের স্ত্রী পরিবার-বহির্ভূত কোনো অপরিচিতের সাথে বিবাহ করবে না। মৃতের ভাই তার কাছে গমন করবে, তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবে এবং দেওরের দায়িত্ব পালন করবে…” (ব্যবস্থাবিবরণী 25:5-10। আরও দেখুন: আদিপুস্তক 38:8; রুথ 1:12-13; মথি 22:24)। খেয়াল করুন, দেওরের আগেই যদি আরেক স্ত্রী থাকত, তবুও এই আইন পালনীয় ছিল। বোয়াজের ক্ষেত্রে তিনি এমনকি রুথকে আরও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন; কিন্তু তিনি রাজি হননি—কারণ আরেক স্ত্রী গ্রহণ করলে উত্তরাধিকার ভাগ করে নিতে হতো: “যেদিন তুমি নওমীর হাত থেকে ক্ষেত কিনবে, সেদিনই মৃতের স্ত্রী মোয়াবীয় রুথকেও গ্রহণ করতে হবে, যাতে মৃতের নামে তার উত্তরাধিকার স্থাপন হয়” (রুথ 4:5)।

## বিবাহ বিষয়ে বাইবেলীয় দৃষ্টিভঙ্গি

শাস্ত্রে উপস্থাপিত বিবাহ-দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট, এবং আধুনিক মানব-প্রথা থেকে পৃথক। ঈশ্বর বিবাহকে স্থির করেছেন—এক পুরুষের সাথে এক কুমারী বা বিধবার সহবাস দ্বারা সীলমোহরপ্রাপ্ত এক আধ্যাত্মিক সংযুক্তি হিসেবে; এখানে কোনো অনুষ্ঠান, কর্মকর্তা বা বাহ্যিক আচার অপরিহার্য নয়।

এটি এই অর্থে নয় যে বাইবেল বিবাহ-অনুষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করেছে; বরং স্পষ্ট থাকা উচিত—ঈশ্বরের আইনে আত্মার সংযুক্তি ঘটেছে কি না, তা নির্ধারণে এগুলো না শর্ত, না নিশ্চিতকরণ।

ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সংযুক্তি তখনই বৈধ ধরা হয় যখন স্বেচ্ছাসংগত সহবাস ঘটে—যা ঈশ্বরের সেই বিধানকে প্রতিফলিত করে যে, মৃত্যুই যখন সেই বন্ধন ছিন্ন করে, ততক্ষণ এক নারীর আত্মা এক পুরুষের সাথেই যুক্ত থাকবে। বাইবেলে বিবাহ-ভোজে অনুষ্ঠানের অনুপস্থিতি দেখায় যে জোরটি মানবিক আনুষ্ঠানিকতার উপর নয়, বরং অন্তরঙ্গ চুক্তি এবং বংশ-চালনার ঈশ্বরীয় উদ্দেশ্যের উপর।

## উপসংহার

উপরিউক্ত সব বাইবেলীয় বর্ণনা ও নীতির আলোকে স্পষ্ট হয় যে, বিবাহের ঈশ্বরীয় সংজ্ঞা মানব-প্রথা বা আইনি আনুষ্ঠানিকতার উপর নয়, বরং সৃষ্টিকর্তার নিজস্ব বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। শুরু থেকেই সৃষ্টিকর্তা মানদণ্ড স্থির করেছেন: কোনো পুরুষ এমন এক নারীর সাথে স্বেচ্ছাসংগত সহবাস করলে—যিনি বিবাহ-যোগ্য, অর্থাৎ কুমারী বা বিধবা—ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তখনই বিবাহ সীলমোহরপ্রাপ্ত। দেওয়ানি বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান জনসমক্ষে ঘোষণা হিসেবে থাকতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সংযুক্তি বৈধ হলো কি না—তা নির্ধারণে এর কোনো ভূমিকা নেই। যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো তাঁর বিধানের প্রতি আনুগত্য, বিবাহ-বন্ধনের পবিত্রতার প্রতি সম্মান এবং তাঁর আদেশের প্রতি বিশ্বস্ততা—যা সংস্কৃতি-পরিবর্তন বা মানব-মতামত সত্ত্বেও অপরিবর্তিত থাকে।